দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ . 1.9 .NOV .2016 ... ...
পৃষ্ঠা ...৭... ... কলাম.... ...২.....

বরগুনা (উত্তর) : এমদাদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুরানো টিনশেড ঘর - ইত্তেফাক

শত বছর পেরিয়েও আলো ছড়াচ্ছে যে বিদ্যাপীঠ

বেতাগীর কাউনিয়া এমদাদিয়া বিদ্যালয়

■ বরগুনা (উত্তর) প্রতিনিধি

১১০ বছরের পুরনো বরগুনার বেতাগী উপজেলার কাউনিয়া এমদাদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ১শ' বছর পার হলেও একই ভাবে ছড়াচ্ছে শিক্ষার আলো।

১১০ বছর আগে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বর্তমান বরগুনা জেলা শহর থেকে ২২ কি.মি উত্তরে এবং বেতাগী উপজেলা শহর থেকে ১১কি.মি দক্ষিণে অজপাড়াগাঁ কাউনিয়া গ্রাম। ভারত থেকে জমিদারী দেখাশোনার জন্য এখানে আসেন আবি আবদুল্লাহ খাঁন। এখানেই তিনি বসবাস শুরু করেন। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। পিছিয়ে পড়া মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো বিস্তারের তাগিদ থেকে এই গ্রামের বেড়েরদোন খালের পাড়ে ৪.৪৮ একর নিজস্ব জমির ওপর ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন কাউনিয়া এমদাদিয়া গভর্নমেন্ট এইড হাইস্কুল(মাইনর)। ওই সময় প্রধান শিক্ষক বরদাকান্ত নাগসহ তিনজন শিক্ষক এবং ২৫-৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল। কাঠ ও টিনের ছাউনি দিয়ে তৈরি করা হয় স্কুল ঘর। শিক্ষকদের কক্ষসহ সাতটি কক্ষ ছিল এ স্কুলে। স্কুলটি কলকাতা ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রেশন লাভ করে। আর শিক্ষার্থীরা প্রথম থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করতো। ওই সময় দক্ষিণাঞ্চলে এটিই ছিল একমাত্র বিদ্যাপীঠ। তাই দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এখানে পড়ার জন্য আসতো।

প্রতিষ্ঠাতা আবি আবদুল্লাহ খাঁন দীর্ঘ ৪০ বছর নিরলস পরিশ্রমের পর ১৯৪৬ সালে স্কুলটি মাইনর থেকে হাই স্কুলে উন্নীত করেন এবং কলকাতা ইউনিভার্সিটির অধীনে প্রথম ব্যাচে শিক্ষার্থীরা এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এন্ট্রান্স ও এসএসসি পরীক্ষায় বোর্ডে স্ট্যান্ডসহ ভালো ফলাফল করে শিক্ষার্থীরা বিদ্যায়লটির সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছে আজ পর্যন্ত। ২০১০ সালে জেএসসি পরীক্ষার ভ্যেনু, ২০১৫ সালে পূর্ণাঙ্গ জেএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র এবং ২০১৩ সাল থেকে পূর্ণাঙ্গ এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র চালু আছে বিদ্যালয়ে।

বিদ্যালয়টি শতভাগ পাসের গৌরব অর্জন করতে না পারলেও ২০১৪ সালে ১২৮ জন শিক্ষার্থী জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১২৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের হার ৯৯.২২। জিপিএ-৫ পায় নয়জন। অপরদিকে একই সালে ১০৪ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১০১ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৯৭.১২। জিপিএ-৫ পেয়েছে ছয় শিক্ষার্থী। এ বছর (২০১৬) ১২৬ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৮৭ জন উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে জিপিএ -৫ পেয়েছে তিনজন।

পূর্ব পাশে বরগুনা-বেতাগী-বাকেরগঞ্জ মহাসড়ক এবং পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বেড়েরদোন খালের তীরে এ বিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রধান শিক্ষকসহ ১১ জন শিক্ষক, একজন গ্রন্থাগারিক, একজন তৃতীয় শ্রেণির এবং একজন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী কর্মরত আছেন। ৭৯৬ জন ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পড়াশোনা করছে। সরকারি অনুদানে ১৯৯৩ সালে আলাদা দুটি একতলা ভবন এবং ২০১০ সালে ভবন দুটি ভেঙে ১৭৫ ফুট লম্বা দোতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়। মনোরম পরিবেশে দক্ষিণমুখি দ্বিতল ভবনের সামনে আছে সবুজ ঘাসের গালিচা ঢাকা বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ, আছে লাইব্রেরি, প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, শিক্ষক মিলনায়তন, ছাত্রীদের আলাদা কমনরুম এবং শৌচাগার। বর্তমান প্রধান শিক্ষক মো. শহীদুল ইসলামসহ বিদ্যালয়ের আটজন শিক্ষক এবং বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মেজবাহউদ্দিন ফারুক খাঁনসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা এ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। প্রধান শিক্ষক মো. শহীদুল ইসলাম বলেন, বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। শিক্ষক সংকট বিদ্যালয়টির প্রধান সমস্যা। এছাড়া রয়েছে আসবাবপত্র সংকট। নেই স্বতন্ত্র বিজ্ঞানাগার, সেমিনার কক্ষ ও ছাত্রীদের পর্যাপ্ত শৌচাগার।

পরিচালনা কমিটির সভাপতি মেজবাহ উদ্দিন ফারুক খাঁন বলেন, বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ পর্যন্ত স্বনামে ধন্য বহু বিখ্যাত লোক এ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রী পরিষদের প্রতিমন্ত্রী ও তৎকালীন বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলা গভর্নর শাহজাদা আবদুল মালেক খাঁন, অর্শ ও পাইলস বিশেষজ্ঞ ডা. ফজলুল হক, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. নুরুল ইসলাম, সাবেক অর্থ সচিব ভারত বাংলাদেশে ইউএনডিপির চিফ মতিউল ইসলাম, কর বিভাগের সাবেক উপ-সচিব মো. মতিউর রহমান খাঁন, ফাইজার বাংলাদেশের সাবেক এমডি রেজাউল করিম খাঁন, চিটাগং কাস্টম অথরিটির সাবেক ডেপুটি কমিশনার বদিউর রহমান খাঁন, বেতাগী উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবদুস সোবাহানসহ অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে এ বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেছেন। বিদ্যালয়টি আগামী ২০১৭ সালে কলেজে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান পরিচালনা কমিটির সভাপতি।

বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র ডা. মো. ফজলুল হক মুঠোফোনে স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন, শত বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী ওই বিদ্যালয়টিতে আমি পড়েছি ভেবে আজও গর্ববোধ করছি। বিদ্যালয়টি কালের পরিক্রমায় তার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।

> ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় কাউনিয়া এমদাদিয়া গভর্নমেন্ট এইড হাইস্কুল(মাইনর)। ওই সময় প্রধান শিক্ষক বরদাকান্ত নাগসহ তিনজন শিক্ষক এবং ২৫-৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল। কাঠ ও টিনের ছাউনি দিয়ে তৈরি করা হয় স্কুল ঘর। শিক্ষকদের কক্ষসহ সাতটি কক্ষ ছিল এ স্কুলে। স্কুলটি কলকাতা ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রেশন লাভ করে